প্রথম আলো

তারিখ 28 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

সম্পাদকীয়

প্রথম আলো

বুধবার, ২৮ জানুয়ারি ২০০৯

editorial@prothom-alo.info

প্রথম আলোর ১০ বছর

পাঠ্যপুস্তকের সংকট

নাকাল শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্ধার করা হোক

জানুয়ারি মাস শেষ হতে আর মাত্র তিন দিন বাকি। এখনো শিক্ষার্থীরা সব বই পাচ্ছে না। অভিভাবকেরা হন্যে হয়ে ঘুরছেন দোকানে-দোকানে। আর এর সুযোগ নিচ্ছে দোকানিরা। যে কটি বই বাজারে এসেছে, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সেগুলোও বেশি দাম আদায় করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে অভিভাবকদের নোটবই কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি হলেও কোনো প্রতিকার হচ্ছে না।

মঙ্গলবারের *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কুমিল্লা শহরের নিউমার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে এ অভিযোগের সত্যতা পেয়েছেন। সেখানে ৬৭ টাকার বই ১০০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছিল। সেই সঙ্গে নোটবই নিতে বাধ্য করা হচ্ছিল। আদালত তিনটি দোকানকে দুই হাজার টাকা করে জরিমানা করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করে দেয় এবং তিন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে এক ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে। পরে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। আরেকটি প্রতিবেদনে ময়মনসিংহের একই পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। আর এটি শুধু কুমিল্লা বা ময়মনসিংহের নয়, সারা দেশেরই চিত্র। কেবল নোটবই বা গাইডবই গছিয়ে দেওয়া নয়, অনেক বিক্রেতা আবার বইয়ের গায়ের মুদ্রিত মূল্যের ওপর কাগজের চিপটি লাগিয়ে বেশি দামে বিক্রি করেন। অথচ প্রতিবছর দরিদ্র পরিবারের অনেক ছেলেমেয়ে কেবল বই কিনতে না পারার কারণে স্কুল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কী করছে? মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো পৌঁছে দেওয়াটাই তো তাদের প্রধান দায়িত্ব। তাহলে কেন বছরের শুরুতে ছাত্রছাত্রীরা বই পাবে না? এনসিটিবি অবশেষে বইয়ের মুদ্রণ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু বাজারে আমরা এর কোনো প্রভাব দেখতে পাচ্ছি না। কুম্ভকর্ণের ঘুমটি একটু আগে ভাঙলে তো আজ সারা দেশের ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের এই ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হতো না। আমরা চাই, এনসিটিবির কাছ থেকে এর যথাযথ কৈফিয়ত আদায় করে জনগণকে জানতে দেওয়া হোক।

বেশি দামে বই বিক্রির বিরুদ্ধে কুমিল্লার জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা নেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরা চাই, সারা দেশে একইভাবে বইয়ের বাজারে প্রশাসনিক নজরদারি বাড়ানো হোক। এভাবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জিম্মি করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় কোনো ব্যবসা হতে পারে না; এটা অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন। নতুন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা, ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের আর যাতে একই পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়, সে জন্য এখন থেকেই উদ্যোগ নিন।